BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (2nd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : JUMU'A

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় ঃ জুমু‘আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় ঃ জুমু'আ

٥٥٧ . بَابُ فَرْضِ الْجُمُعَةِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ، فَسْعَوْ فَامْضُوْ

৫৫৭. অনুচ্ছেদঃ জুমু'আ ফরয হওয়া ।এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "যখন জুমু'আর দিন সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন আল্লাহ্র যিক্‌রের উদ্দেশ্যে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। এ-ই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।" 'فَاسْعَوْ' অর্থ ধাবিত হও।

٨٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ هُرْمُزَ الْاَعْرَجَ مَوْلٰى رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِيْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ .

৮৩২ আবূ ইয়ামান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা দুনিয়ায় (আগমনের দিক দিয়ে) সর্বশেষ, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা মর্যাদার দিক দিয়ে সবার আগে। পার্থক্য শুধু এই যে, তাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের আগে। তারপর তাদের সে দিন যে দিন তাদের জন্য ইবাদত ফরয করা হয়েছিল তারা এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছে। কিন্তু সে বিষয়ে আল্লাহ্ আমাদের হিদায়াত করেছেন। কাজেই এ ব্যাপারে লোকেরা আমাদের

banglainternet.com

পশ্চাতবর্তী। ইয়াহূদীদের (সম্মানিত দিন হল) আগামী কাল (শনিবার) এবং নাসারাদের আগামী পরশু (রোববার)।

٥٥٨. بَابُ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُوْدُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ

৫৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন গোসল করার ফযীলত। শিশু কিংবা মহিলাদের জুমু'আর দিনে (সালাতের জন্য) হাযির হওয়া কি প্রয়োজন?

٨٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ،

৮৩৩ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ জুমু'আর সালাতে আসলে (তার আগে) সে যেন গোসল করে।

٨٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِيْنَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوْءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ .

৮৩৪ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা (র.)....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রা.) জুমু'আর দিন দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন, এমন সময় নবী করীম ﷺ-এর প্রথম যুগের একজন মুহাজির সাহাবী এলেন। উমর (রা.) তাঁকে ডেকে বললেন, এখন সময় কত ? তিনি বললেন, আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই ঘরে ফিরে আসতে পারিনি। এমন সময় আযান শুনতে পেয়ে শুধু উযূ করে নিলাম। উমর (রা.) বললেন, কেবল উযূই ? অথচ আপনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোসলের আদেশ দিতেন।

٨٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

banglainternet.com

৮৩৫ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.)......আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য।

٥٥٩. بَابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

৫৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার।

৮٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيْبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الْاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللّٰهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا وَلٰكِنْ هٰكَذَا فِي الْحَدِيْثِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ أَخُوْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ أَبُوْ بَكْرٍ هٰذَا رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَسَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ هِلَالٍ وَعِدَّةٌ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِيْ بَكْرٍ وَأَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ .

৮৩৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)......আমর ইব্‌ন সুলাইম আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য। আর মিস্‌ওয়াক করবে এবং সুগন্ধি পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে। আমর (ইব্‌ন সুলাইম) (র.) বলেন, গোসল সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তা কর্তব্য। কিন্তু মিস্‌ওয়াক ও সুগন্ধি কর্তব্য কিনা তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে হাদীসে এরূপই আছে। আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র.) বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন মুনকাদির (র.) হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র.)-এর ভাই। কিন্তু তিনি আবূ বকর হিসাবেই পরিচিত নন। বুকাইর ইব্‌ন আশাজ্জ, সায়ীদ ইব্‌ন আবূ হিলাল সহ অনেকে তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র.)-এর কুনিয়াত (উপনাম) ছিল আবূ বকর ও আবূ আবদুল্লাহ্।

٥٦٠. بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

৫৭০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর ফযীলত।

٨٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ .

banglainternet.com

৮৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন, একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন, একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুত্বা প্রদানের জন্য বের হন তখন ফিরিশ্তাগণ যিক্র শোনার জন্য হাযির হয়ে থাকেন।

٨٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْنُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذَا دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ اِلاَّ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاحَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৩৮ আবূ নু'আইম (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, জুমু'আর দিন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) খুত্বা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেন। উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সালাতে সময় মত আসতে তোমরা কেন বাধাগ্রস্ত হও ? তিনি বললেন, আযান শোনার সাথে সাথেই তো আমি উযূ করেছি। তখন উমর (রা.) বললেন, তোমরা কি নবী করীম ﷺ-কে এ কথা বলতে শোননি যে, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাতে রওয়ানা হয়, তখন সে যেন গোসল করে নেয়।

٥٦١. بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

৫৬১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর জন্য তৈল ব্যবহার।

٨٣٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنِ ابْنِ وَدِيْعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَاكُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى .

৮৩৯ আদম (র.).....সালমান ফারিসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল থেকে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে এরপর বের হয় এবং দু' জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, তারপর তার নির্ধারিত সালাত আদায় করে এবং ইমামের খুত্বা দেওয়ার সময় চুপ থাকে, তা হলে তার সে জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

banglainternet.com

٨٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوْا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوْا رُؤُسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا جُنُبًا وَأَصِيْبُوْا مِنَ الطِّيْبِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ وَأَمَّا الطِّيْبُ فَلاَ أَدْرِيْ .

৮৪০ আবুল ইয়ামান (র.)........তাঊস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.) -কে বললাম, সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন গোসল কর এবং মাথা ধুয়ে ফেল যদিও তোমরা জুনুবী না হয়ে থাক এবং সুগন্ধি ব্যবহার কর। ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, গোসল সম্পর্কে নির্দেশ ঠিকই আছে, কিন্তু সুগন্ধি সম্পর্কে আমার জানা নেই।

٨٤١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَيَمَسُّ طِيْبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَقَالَ لاَ أَعْلَمُهُ .

৮৪১ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র.)......তাঊস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন, জুমু'আর দিন গোসল সংক্রান্ত নবী করীম ﷺ-এর বাণীর উল্লেখ করেন তখন আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ যখন পরিবারবর্গের সঙ্গে অবস্থান করতেন তখনও কি তিনি সুগন্ধি বা তেল ব্যবহার করতেন ? তিনি বললেন, আমি তা জানি না।

٥٦٢. بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

৫৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যা আছে তার মধ্য থেকে উত্তম কাপড় পরিধান করবে।

٨٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً. فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا .

banglainternet.com

৮৪২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) মসজিদে নববীর দরজার নিকটে এক জোড়া রেশমী পোষাক (বিক্রি হতে) দেখে নবী

করীম ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি এটি আপনি খরীদ করতেন আর জুমু'আর দিন এবং যখন আপনার কাছে প্রতিনিধি দল আসে তখন আপনি তা পরিধান করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটা তো সে ব্যক্তিই পরিধান করে, আখিরাতে যার (মঙ্গলের) কোন অংশ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ ধরনের কয়েক জোড়া পোষাক আসে, তখন তার এক জোড়া তিনি উমর (রা.)-কে প্রদান করেন। উমর (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে এটি পরিধান করতে দিলেন অথচ আপনি উতারিদের (রেশম) পোষাক সম্পর্কে যা বলার তা তো বলেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাকে এটি নিজের পরিধানের জন্য প্রদান করিনি। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) তখন এটি মক্কায় তাঁর এক ভাইকে দিয়ে দেন, যে তখন মুশরিক ছিল।

٥٦٣. بَابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَنُّ

৫৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন মিস্ওয়াক করা। আবূ সায়ীদ খুদ্রী (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মিস্ওয়াক করতেন।

٨٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.

৮৪৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মাতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তা হলে প্রত্যেক সালাতের সাথে তাদের মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٨٤٤ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ.

৮৪৪ আবূ মা'মার (র.).........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি মিস্ওয়াক সম্পর্কে তোমাদের অনেক বলেছি।

٨٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ.

৮৪৫ মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর (র.).......হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন রাতে সালাতের জন্য উঠতেন তখন দাঁত মেজে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।

٥٦٤. بَابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

banglainternet.com

৫৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের মিস্ওয়াক দিয়ে মিস্ওয়াক করা।

٨٤٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِنِىْ هٰذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، فَاَعْطَانِيْهِ فَقَصَمْتُهُ ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَاَعْطَيْتُهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ اِلٰى صَدْرِىْ .

৮৪৬ ইসমায়ীল (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) একটি মিস্ওয়াক হাতে নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-তাঁর দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবদুর রাহমান! মিস্ওয়াকটি আমাকে দাও। সে তা আমাকে দিল। আমি ব্যবহৃত অংশ ভেঙ্গে ফেললাম এবং তা চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিলাম। তিনি আমার বুকে হেলান দিয়ে তা দিয়ে মিস্ওয়াক করলেন।

٥٦٥ بَابُ مَا يُقْرَأُ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কী পড়তে হবে ?

٨٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ .

৮৪৭ আবূ নু'আইম (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে (কোন সময়) الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ এবং هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ এ দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতেন।

٥٦٦ بَابُ الْجُمُعَةِ فِى الْقُرٰى وَالْمُدُنِ

৫৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ গ্রামে ও শহরে জুমু'আর সালাত।

٨٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ الضُّبَعِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثٰى مِنَ الْبَحْرَيْنِ .

banglainternet.com

৮৪৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ.

-এর মসজিদে জুমু'আর সালাত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম জুমু'আর সালাত অনুষ্ঠিত হয় বাহ্‌রাইনে জুওয়াসা নামক স্থানে অবস্থিত আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদে।

৮৪৯ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

৮৪৯ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)...ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী। লাইস (ইব্‌ন সা'দ (রা.) আরো অতিরিক্ত বলেন, (পরবর্তী রাবী) ইউনুস (র.) বলেছেন, আমি একদিন ইব্‌ন শিহাব (র.)-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে ছিলাম। তখন রুযাইক (ইব্‌ন হুকায়ম (র.) ইব্‌ন শিহাব (র.)-এর নিকট লিখলেন, আপনি কি মনে করেন, আমি কি (এখানে) জুমু'আর সালাত আদায় করব? রুযাইক (র.) তখন সেখানে তাঁর জমির কৃষি কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। সেখানে একদল সুদানী ও অন্যান্য লোক বাস করত। রুযাইক (র.) সে সময় আইলা শহরের (আমীর) ছিলেন। ইব্‌ন শিহাব (র.) তাঁকে জুমু'আ কায়িম করার নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন এবং আমি তাকে এ নির্দেশ দিতে শুনলাম। সালিম (র.) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম[১] একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবার বর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকেও তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন : পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা সবাই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সবাইকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

banglainternet.com

১. 'ইমাম' শব্দ বলতে রাষ্ট্রের কর্ণধার, যে কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক ও সালাতের ইমাম অর্থে ব্যবহৃত হয়।

٥٦٧ . بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

৫৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা, বালক–বালিকা এবং অন্য যারা জুমু'আয় হাযির হয় না, তাদের কি গোসল করা প্রয়োজন? ইব্‌ন উমর (রা.) বলেছেন, যাদের উপর জুমু'আর সালাত ওয়াজিব, শুধু তাদের গোসল করা প্রয়োজন।

٨٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৫০ আবুল ইয়ামান (র.).........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতে আসবে সে যেন গোসল করে।"

٨٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৮৫১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.).......আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-বলেছেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য জুমু'আর দিন গোসল করা কর্তব্য।

٨٥٢ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا .

৮৫২ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা দুনিয়ায় (আগমনের দিক দিয়ে) সর্বশেষে। কিন্তু কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবার আগে। তবে তাদের কিতাব প্রদান করা হয়েছে আমাদের আগে এবং আমাদের তা দেয়া হয়েছে তাদের পরে। তারপর এই দিন (শুক্রবার নির্ধারণ) সম্বন্ধে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের এ শুক্রবার সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছেন। পরের দিন (শনিবার) ইয়াহূদীদের এবং তারপরের দিন (রোববার) নাসারাদের। এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ প্রত্যেক

banglainternet.com

মুসলিমের উপর হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের এক দিন সে গোসল করবে, তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে। আবান ইব্ন সালিহ্ (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহ্র হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের এক দিন সে যেন গোসল করে।

৮৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ .

৮৫৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)......ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা মহিলাগণকে রাতে (সালাতের জন্য) মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিবে।

৮৫৪ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ ، وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ ، قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ، قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ .

৮৫৪ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র.)........ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.)-এর স্ত্রী (আতিকাহ্ বিনত যায়িদ) ফজর ও ইশার সালাতের জামা'আতে মসজিদে হাযির হতেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কেন (সালাতের জন্য) বের হন ? অথচ আপনি জানেন যে, উমর (রা.) তা অপসন্দ করেন এবং মর্যাদা হানিকর মনে করেন। তিনি জবাব দিলেন, তা হলে এমন কি বাধা রয়েছে যে, উমর (রা.) স্বয়ং আমাকে নিষেধ করছেন না ? বলা হল, তাঁকে বাধা দেয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী ঃ আল্লাহ্র দাসীদের আল্লাহ্র মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।

٥٦٨. بَابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

৫৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির কারণে জুমু'আর সালাতে হাযির না হওয়ার অবকাশ।

৮৫৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ، قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ .

banglainternet.com

৮৫৫ মুসাদ্দাদ (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর মুআয্যিনকে এক বর্ষণমুখর দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' বলবে, তখন 'হাইয়া আলাস্

সালাহ্' বলবে না, বলবে, "সাল্লূ ফী বুয়ূতিকুম"-তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে সালাত আদায় কর। তা লোকেরা অপসন্দ করল। তখন তিনি বললেন ঃ আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তিই (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তা করেছেন। জুমু'আ নিঃসন্দেহে জরুরী। আমি অপসন্দ করি যে, তোমাদেরকে মাটি ও কাদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার অসুবিধায় ফেলি।

٥٧٩. بَابُ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ . لِقَوْلِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَزَّ : اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ . اِذَا كُنْتَ فِيْ قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ اَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ اَوْلَمْ تَسْمَعْهُ وَكَانَ اَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ قَصْرِهِ اَحْيَانًا يُجَمِّعُ وَاَحْيَانًا لَا يُجَمِّعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلٰى فَرْسَخَيْنِ

৫৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ কতদূর থেকে জুমু'আর সালাতে আসবে এবং জুমু'আ কার উপর ওয়াজিব? কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, (তখন) আল্লাহ্র যিকরের দিকে দৌড়িয়ে যাও। আতা (র.) বলেছেন, যখন তুমি কোন বড় শহরে বাস কর, জুমু'আর দিন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হলে, তা তুমি শুনতে পাও বা না পাও, তোমাকে অবশ্যই জামা'আতে হাযির হতে হবে। আনাস (রা.) যখন (বসরা থেকে) দু' ফারসাখ্ (ছয় মাইল) দূরে অবস্থিত জাবিয়া নামক স্থানে তাঁর বাড়ীতে অবস্থান করতেন, তখন কখনো জুমু'আ পড়তেন, কখনো পড়তেন না।

٨٥٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيْ فَيَأْتُوْنَ فِي الْغُبَارِ يُصِيْبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ اَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هٰذَا .

৮৫৬ আহ্মদ ইব্ন সালিহ্ (র.)........নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন তাদের বাড়ী ও উঁচু এলাকা থেকেও জুমু'আর সালাতের জন্য পালাক্রমে আসতেন। আর যেহেতু তারা ধূলো-বালির মধ্য দিয়ে আগমণ করতেন, তাই তারা ধূলি মলিন ও ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। তাঁদের দেহ থেকে ঘাম বের হত। একদিন তাদের একজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসেন। তখন নবী করীম ﷺ আমার নিকট ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন ঃ যদি তোমরা এ দিনটিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে।

banglainternet.com

٥٧٠. بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذٰلِكَ يُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَعَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

৫৭০. অনুচ্ছেদ : সূর্য হেলে গেলে জুমু'আর ওয়াক্ত হয়। উমর, আলী, নু'মান ইব্‌ন বাশীর এবং আমর ইব্‌ন হুরাইস (রা.) থেকেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।

٨٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوْا إِذَا رَاحُوْا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوْا فِيْ هَيْئَتِهِمْ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ .

৮৫৭ আবদান (র.)........ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সায়ীদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আমরাহ (র.)-কে জুমু'আর দিনে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমরাহ (র.) বলেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন যে, লোকজন নিজেদের কাজকর্ম নিজেরাই করতেন। যখন তারা দুপুরের পরে জুমু'আর জন্য যেতেন তখন সে অবস্থায়ই চলে যেতেন। তাই তাঁদের বলা হল, যদি তোমরা গোসল করে নিতে।

٨٥٨ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ .

৮৫৮ সুরাইজ ইব্‌ন নু'মান (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর সালাত আদায় করতেন, যখন সূর্য হেলে যেতো।

٨٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

৮৫৯ আবদান (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রথম ওয়াক্তেই জুমু'আর সালাতে যেতাম এবং জুমু'আর পরে কাইলূলা (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম।

٥٧١. بَابُ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭১. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন যখন সূর্যের তাপ প্রখর হয়।

٨٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ ابْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ قَالَ يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ وَقَالَ

banglainternet.com

بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا أَمِيرُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ .

৮৬০ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রচণ্ড শীতের সময় প্রথম ওয়াক্তেই সালাত আদায় করতেন। আর প্রখর গরমের সময় ঠাণ্ডা করে (বিলম্ব করে) সালাত আদায় করতেন। অর্থাৎ জুমু'আর সালাত। ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর (র.) আমাদের বলেছেন, আর তিনি সালাত শব্দের উল্লেখ করেছেন, জুমু'আ শব্দের উল্লেখ করেন নি। আর বিশ্‌র ইব্‌ন সাবিত (র.) বলেন, আমাদের কাছে আবূ খলদা (র.) বর্ণনা করছেন যে, জুমু'আর ইমাম আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি আনাস (রা)-কে বলেন, নবী করীম ﷺ যুহরের সালাত কি ভাবে আদায় করতেন ?

٥٧٢. بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَقَوْلُ اللّٰهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ قَالَ السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَقَالَ عَطَاءٌ تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ

৫৭২. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর জন্য পায়ে হেঁটে চলা এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ "তোমরা আল্লাহ্‌র যিকরের জন্য দৌড়িয়ে আস"। যিনি বলেন, 'সাঈ' (سعى) — এর অর্থ কাজ করা, গমণ করা। কেননা, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا — এর অন্তর্গত سعى — এর অর্থ হচ্ছে কাজ করা। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, তখন (জুমু'আর আযানের পর) যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়ে যায়। আতা (র.) বলেন, শিল্প—কারিগরীর যাবতীয় কাজই তখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ (র.) যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, জুমু'আর দিন যখন মুআয্‌যিন আযান দেয় তখন মুসাফিরের জন্য জুমু'আর সালাতে হাযির হওয়া উচিত।

٨٦١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ .

banglainternet.com

৮৬১ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)........আবায়া ইব্‌ন রিফা'আ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

জুমু'আর সালাতে যাওয়ার সময় আবূ আব্স্ (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতে শুনেছি যে, যার দু'পা আল্লাহ্র পথে ধূলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।

٨٦٢ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ ، عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا .

৮৬২ আদাম ও আবুল ইয়ামান (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন সালাত শুরু হয়, তখন দৌড়িয়ে গিয়ে সালাতে যোগাদান করবে না, বরং হেঁটে গিয়ে সালাতে যোগদান করবে। সালাতে ধীর-স্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামা'আতের সাথে সালাত যতটুকু পাও আদায় কর, আর যা ফাওত হয়ে গেছে, পরে তা পুরো করে নাও।

٨٦٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ قَتَادَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِىْ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ .

৮৬৩ আম্র ইব্ন আলী (র.).......আবূ কাতাদা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত সালাতে দাঁড়াবে না। তোমাদের জন্য ধীর-স্থির থাকা অপরিহার্য।

٥٧٣. بَابُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন সালাতে দু' জনের মধ্যে ফাঁক না করা।

٨٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ وَدِيْعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيْبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى .

banglainternet.com

৮৬৪ আবদান ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)...সালমান ফারিসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসম্ভব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর

তেল মেখে নেয় অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর (মসজিদে) যায়, আর দু'জনের মধ্যে ফাঁক করে না এবং তার ভাগ্যে নির্ধারিত পরিমাণ সালাত আদায় করে। আর ইমাম যখন (খুত্‌বার জন্য) বের হন তখন চুপ থাকে। তার এ জুমু'আ এবং পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

٥٧٤. بَابُ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِيْ مَكَانِهِ

৫৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন কোন ব্যক্তি তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসবে না।

৮٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيْهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ الْجُمُعَةَ قَالَ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا .

৮৬৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্লাম (র.)........ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন, যেন কেউ তার ভাইকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সে জায়গায় না বসে। ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন, আমি নাফি' (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি শুধু জুমু'আর ব্যাপারে? তিনি বললেন, জুমু'আ ও অন্যান্য (সালাতের) ব্যাপারেও (এ নির্দেশ প্রযোজ্য)।

٥٧٥. بَابُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের আযান।

٨٦٦ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوْقِ الْمَدِيْنَةِ .

৮৬৬ আদম (র.)......সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আবূ বক্‌র (রা.) এবং উমর (রা.)-এর সময় জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেওয়া হত। পরে যখন উসমান (রা.) খলীফা হলেন এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি 'যাওরা' থেকে তৃতীয়[১] আযান বৃদ্ধি করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, 'যাওরা' হল মদীনার অদূরে বাজারের একটি স্থান।

banglainternet.com

১. এর আগে কেবল খুত্‌বার আযান ও ইকামাত প্রচলন ছিল। এখন থেকে তৃতীয় অর্থাৎ সালাতের জন্য বর্তমানে প্রচলিত আযানের রেওয়াজ হয়।

٥٧٦. بَابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন এক মুআয্যিনের আযান দেওয়া।

٨٦٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّ الَّذِيْ زَادَ التَّأْذِيْنَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأْذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَعْنِيْ عَلَى الْمِنْبَرِ .

৮৬৭ আবূ না'আইম (র.).......সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মদীনার অধিবাসীদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল, তখন জুমু'আর দিন তৃতীয় আযান যিনি বৃদ্ধি করলেন, তিনি হলেন, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.)। নবী করীম ﷺ-এর সময় (জুমু'আর জন্য) একজন ব্যতীত মুআয্যিন ছিল না এবং জুমু'আর দিন আযান দেওয়া হত যখন ইমাম বসতেন অর্থাৎ মিম্বরের উপর খুত্‌বার পূর্বে।

٥٧٧. بَابُ يُؤَذِّنُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

৫৭৭. অনুচ্ছেদঃ ইমাম মিম্বরের উপর বসে জবাব দিবেন, যখন আযানের আওয়ায শুনবেন।

٨٦٨ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ . قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِيْنَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى هٰذَا الْمَجْلِسِ حِيْنَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّيْ مِنْ مَقَالَتِيْ .

৮৬৮ ইব্‌ন মুকাতিল (র.)......মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মিম্বরে বসা অবস্থায় মুয়াযযিন আযান দিলেন। মুয়াযযিন বললেন, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" মু'আবিয়া (রা.) বললেন, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।" মুয়াযযিন বললেন, "আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তিনি বললেন এবং আমিও (বলছি "আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)। মুয়াযযিন বললেন, "আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্" তিনি বললেন, এবং আমিও (বলছি.....)। যখন (মুআয্যিন) আযান শেষ করলেন, তখন মু'আবিয়া (রা.) বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আমার থেকে যে বাক্যগুলো শুনেছ, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুয়াযযিনের আযানের সময় এ মজলিসে বাক্যগুলো বলতে আমি শুনেছি।

banglainternet.com

٥٧٨. بَابُ الْجُلُوْسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِيْنِ

৫৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সময় মিম্বরের উপর বসা।

٨٦٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّأْذِيْنَ الثَّانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ حِيْنَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّأْذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ .

৮৬৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)........সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে মুসল্লীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, উসমান (রা.) জুমু'আর দিন দ্বিতীয় আযানের নির্দেশ দেন। ইতিপূর্বে জুমু'আর দিন ইমাম যখন (মিম্বরের উপর) বসতেন, তখন আযান দেওয়া হত।

٥٧٩. بَابُ التَّأْذِيْنِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

৫৭৯ . অনুচ্ছেদ ঃ খুত্বার সময় আযান।

٨٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ اِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ فِيْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَثُرُوْا أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ .

৮৭০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.)........সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর এবং উমর (রা.)-এর যুগে জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেওয়া হত। এরপর যখন উসমান (রা.)-এর খিলাফতের সময় এল এবং লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন উসমান (রা.) জুমু'আর দিন তৃতীয়[১] আযানের নির্দেশ দেন। 'যাওরা' নামক স্থান থেকে এ আযান দেওয়া হয়, পরে এ আযান অব্যাহত থাকে।

٥٨٠. بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ

৫৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বরের উপর খুত্বা দেওয়া। আনাস (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ মিম্বর থেকে খুত্বা দিতেন।

٨٧١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقَارِيُّ

banglainternet.com

১. সে যুগে ইকামতকে আযান হিসাবে গণ্য করা হতো।

الْقُرَشِيُّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رِجَالاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي .

৮৭১ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.)........আবূ হাযিম ইব্‌ন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, (একদিন) কিছু লোক সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদীর নিকট আগমন করে এবং মিম্বরটি কোন্ কাঠের তৈরী ছিল, এ নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন জেগে ছিল। তারা এ সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করল। এতে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সম্যকরূপে অবগত আছি যে, তা কিসের ছিল। প্রথম যে দিন তা স্থাপন করা হয় এবং প্রথম যে দিন এর উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসেন তা আমি দেখেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারদের অমুক মহিলার (বর্ণনাকারী বলেন, সাহ্‌ল (রা.) তার নামও উল্লেখ করেছিলেন) নিকট লোক পাঠিয়ে বলেছিলেন, তোমার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে আমার জন্য কিছু কাঠ দিয়ে এমন জিনিষ তৈরী করার নির্দেশ দাও, যার উপর বসে আমি লোকদের সাথে কথা বলতে পারি। এরপর সে মহিলা তাকে আদেশ করেন এবং সে (মদীনা থেকে নয় মাইল দূরবর্তী) গাবা নামক স্থানের ঝাউ কাঠ দিয়ে তা তৈরী করে নিয়ে আসে। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তা পাঠিয়েছেন। নবী ﷺ-এর আদেশে এখানেই তা স্থাপন করা হয়। এরপর আমি দেখেছি, এর উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করেছেন। এর উপর উঠে তাকবীর দিয়েছেন এবং এখানে (দাঁড়িয়ে) রুকূ' করেছেন। এরপর পিছনের দিকে নেমে এসে মিম্বরের গোড়ায় সিজ্‌দা করেছেন এবং (এ সিজ্‌দা) পুনরায় করেছেন, এরপর সালাত শেষ করে সমবেত লোকদের দিকে ফিরে বলেছেন ঃ হে লোক সকল! আমি এটা এ জন্য করেছি যে, তোমরা যেন আমার ইক্‌তিদা করতে এবং আমার সালাত শিখে নিতে পার।

৮৭২ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا .

banglainternet.com

৮৭২ সায়ীদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মসজিদে নববীতে) এমন একটি (খেজুর গাছের) খুঁটি ছিল যার সাথে হেলান দিয়ে নবী করীম ﷺ দাঁড়াতেন। এরপর যখন তাঁর জন্য মিম্বর স্থাপন করা হল, আমরা তখন খুঁটি থেকে দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মত ক্রন্দন করার শব্দ শুনতে পেলাম। এমনকি নবী করীম ﷺ মিম্বর থেকে নেমে এসে খুঁটির উপর হাত রাখলেন।

٨٧٣ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৭৩ আদম ইব্‌ন ইয়াস (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মিম্বরের উপর থেকে খুত্‌বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতে আসে সে যেন গোসল করে নেয়।

٥٨١ بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا وَقَالَ اَنَسٌ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا

৫৮১. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দেওয়া। আনাস (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতেন।

٨٧٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ الْآنَ .

৮৭৪ উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর কাওয়ারিরী (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতেন। এরপর বসতেন এবং পুনরায় দাঁড়াতেন। যেমন তোমরা এখন করে থাক।

٥٨٢ . بَابُ يَسْتَقْبِلُ الْاِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِقْبَالُ النَّاسِ الْاِمَامَ اِذَا خَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الْاِمَامَ

৫৮২. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বার সময় মুসাল্লীগণের ইমামের দিকে আর ইমাম মুসাল্লীগণের দিকে মুখ করা। ইব্‌ন উমর ও আনাস (রা.) ইমামের দিকে মুখ করতেন।

٨٧٥ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ .

banglainternet.com

৮৭৫ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র.)......আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন মিম্বরের উপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে বসলাম।

৫৮৩. بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ، قَالَتْ فَأَطَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جِدًّا حَتّٰى تَجَلَّانِيَ الْغَشْيُ وَإِلٰى جَنْبِيْ قِرْبَةٌ فِيْهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلٰى رَأْسِيْ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللّٰهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَالَتْ وَلَغِطَ نِسْوَةٌ مَا قَالَ قَالَتْ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَإِنَّهُ قَدْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ مِثْلَ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ يُؤْتٰى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ قَالَ الْمُوْقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لَا أَدْرِيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُ قَالَ هِشَامٌ فَلَقَدْ قَالَتْ لِيْ فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ

৫৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বায় আল্লাহ্‌র প্রশংসার পর 'আম্মা বা'দু' বলা। ইক্‌রিমা (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.)—এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। মাহ্‌মূদ (র.).....আস্‌মা বিন্‌ত আবূ বক্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একদিন) আয়িশা (রা.)—এর নিকট গমণ করি। লোকজন তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কি হয়েছে? তখন তিনি মাথা দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি কোন নিদর্শন? তিনি মাথা দিয়ে ইশারা করে, হ্যাঁ বললেন। (এরপর আমি ও তাঁদের সংগে সালাতে যোগ দিলাম) তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ সালাত এত দীর্ঘায়িত করলেন যে, আমি প্রায় অজ্ঞান হতে যাচ্ছিলাম। আমার পার্শ্বেই একটি চামড়ার মশকে পানি রাখা ছিল। আমি সেটা খুললাম এবং আমার মাথায় পানি দিতে লাগলাম। এরপর যখন সূর্য উজ্জল হয়ে উঠলো তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ সালাত সমাপ্ত করলেন এবং লোকজনের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা পেশ করলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এরপর

banglainternet.com

বললেন, আম্মা বা'দু। আসমা (রা.) বলেন, তখন কয়েকজন আনসারী মহিলা শোরগোল করছিলেন। তাই আমি চুপ করাবার উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। এরপর আয়িশা (রা.)—কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি নবী করীম ﷺ কি বললেন? আয়িশা (রা.) বললেন, তিনি বলেছেন, এমন কোন জিনিষ নেই যা আমাকে দেখানো হয়নি আমি এ জায়গা থেকে সব কিছুই দেখেছি। এমন কি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলাম। আমার নিকট ওহী পাঠান হয়েছে যে, তোমাদেরকে কবরে মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্নার ন্যায় অথবা তিনি বলেছেন, সে ফেত্নার কাছা—কাছি ফিত্নায় ফেলা হবে। (অর্থাৎ তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে।) তোমাদের প্রত্যেককে (কবরে) উঠানো হবে এবং প্রশ্ন করা হবে, এ ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ্) সম্পর্কে তুমি কি জান? তখন মু'মিন অথবা মুকিন (নবী ﷺ এ দু'টোর মধ্যে কোন শব্দটি বলেছিলেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে) বলবে, তিনি হলেন, আল্লাহ্র রাসূল, তিনি মুহাম্মদ ﷺ, তিনি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। এরপর আমরা ঈমান এনেছি, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তাঁর আনুগত্য করেছি এবং তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। তখন তাঁকে বলা হবে, তুমি ঘুমিয়ে থাক, যেহেতু তুমি নেককার। তুমি যে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ তা আমরা অবশ্যই জানতাম। আর মুনাফিক বা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) (এ দু'টোর মধ্যে কোন শব্দটি বলেছিলেন এ সম্পর্কে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে)— তাকেও প্রশ্ন করা হবে যে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান? উত্তরে সে বলবে, আমি কিছুই জানি না। অবশ্য মানুষকে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলতাম। হিশাম (র.) বলেন, ফাতিমা (রা.) আমার নিকট যা বলেছেন, তা সবটুকু আমি উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি। তবে তিনি ওদের প্রতি যে কঠোরতা করা হবে তাও উল্লেখ করেছেন।

৮৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِيْنَ تَرَكَ عَتَبُوْا فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَوَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِيْ أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِيْ أُعْطِيْ وَلٰكِنْ أُعْطِيْ أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ ، فَوَاللّٰهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ

banglainternet.com

اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ تَابَعَهُ يُونُسُ ‏.

৮৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র.).......আম্‌র ইব্ন তাগলিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু মাল বা কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী উপস্থিত করা হলো তিনি তা বন্টন করে দিলেন। বন্টনের সময় কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে বাদ দিলেন। তারপর তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, যাদের তিনি দেননি, তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন, তারপর বললেন ঃ আম্মা বা'দ। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কোন লোককে দেই আর কোন লোককে দেই না। যাকে আমি দেই না, সে যাকে আমি দেই, তার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। তবে আমি এমন লোকদের দেই যাদের অন্তরে অধৈর্য ও মালের প্রতি লিপ্সা দেখতে পাই; আর কিছু লোককে আল্লাহ্ যাদের অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ও কল্যাণ রেখেছেন, তাদের সে অবস্থার উপর ন্যস্ত করি। তাদের মধ্যে আম্‌র ইব্ন তাগলিব একজন। বর্ণনাকারী আম্‌র ইব্ন তাগলিব (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ বাণীর পরিবর্তে আমি লাল উট[১]ও পসন্দ করি না।

৮৭৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا تَابَعَهُ يُونُسُ ‏.

৮৭৭ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন একরাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও সালাত আদায় করলেন, সকালে তাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চাইতে অধিক সংখ্যক সাহাবী একত্রিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। পরের দিন সকালেও তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসুল্লী-গণের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন এবং ফজরের সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। তারপর আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা বর্ণনা করেন। এরপর বললেনঃ আম্মা বা'দ (তারপর বক্তব্য এই যে) এখানে তোমাদের উপস্থিতি আমার কাছে গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফরয করে দেওয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অসমর্থ হয়ে পড়।

banglainternet.com

১. তৎকালীন আরবের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ।

৮৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِي أَمَّا بَعْدُ ٠

৮৭৮ আবুল ইয়ামান (র.)......আবূ হুমাইদ সায়ীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক সন্ধ্যায় সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তৌহীদের সাক্ষ্য বাণী পাঠ করলেন ; আর যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, 'আম্‌মা বা'দ'।

৮৭৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٠

৮৭৯ আবুল ইয়ামান (র.).......মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন। এরপর আমি তাঁকে তৌহীদের সাক্ষ্য বাণী পাঠ করার পর বলতে শুনলাম, 'আম্‌মা বা'দ'।

৮৮০ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِنْبَرَ وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ فَثَابُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يَقِلُّونَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ ٠

৮৮০ ইসমায়ীল ইব্‌ন আবান (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন। এ ছিল তাঁর জীবনের শেষ মজলিস। তিনি বসেছিলেন, তাঁর দু' কাঁধের উপর বড় চাদর জড়ানো ছিল এবং মাথায় বাঁধা ছিল কালো পট্টি। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন, এরপর বললেন, হে লোক সকল ! তোমরা আমার নিকট আস। লোকজন তাঁর নিকট একত্র হলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ 'আম্‌মা বা'দ'। শুনে রাখ, এ আনসার গোত্র সংখ্যায় কমতে থাকবে এবং অন্য লোকেরা সংখ্যায় বাড়তে থাকবে। কাজেই যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মাতের কোন বিষয়ের কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং সে এর সাহায্যে কারো ক্ষতি বা উপকার করার সুযোগ পাবে, সে যেন এই আনসারদের সৎ লোকদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করে এবং তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দেয়।

banglainternet.com

٥٨٤. بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন দু' খুত্‌বার মাঝে বসা।

٨٨١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا ،

৮৮১ মুসাদ্দাদ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দু' খুত্‌বা দিতেন আর দু' খুত্‌বার মাঝে বসতেন।

٥٨٥. بَابُ الْاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

৫৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মনোযোগসহ খুত্‌বা শোনা।

٨٨٢ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي *قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

* هُرَيْرَة

৮৮২ আদম (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, জুমু'আর দিন মসজিদের দরওয়াযায় ফিরিশ্‌তাগণ অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে আগে আগমণকারীদের নাম লিখতে থাকেন। যে সবার আগে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানী করে। এরপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি গাভী কুরবানী করে। তারপর আগমণকারী ব্যক্তি মুরগী দানকারীর ন্যায়। এরপর আগমণকারী ব্যক্তি একটি ডিম দানকারীর ন্যায়। তারপর ইমাম যখন বের হন তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদের দফতর বন্ধ করে দেন এবং মনোযোগ সহ খুত্‌বা শোনতে থাকেন।

٥٨٦. بَابُ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

৫৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম খুত্‌বা দেওয়ার সময় কাউকে আসতে দেখলে তাকে দু' রাকা'আত সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া।

٨٨٣ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ.

banglainternet.com

৮৮৩ আবূ নু'মান (র.).........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক)

জুমু'আর দিন নবী ﷺ লোকদের সামনে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। এমনি সময় এক ব্যক্তি আগমণ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! তুমি কি সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না, তিনি বললেন, উঠ, সালাত আদায় করে নাও।

৫৮৭. بَابُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ

৫৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম খুত্‌বা দেওয়ার সময় যিনি মসজিদে আসবেন তার সংক্ষেপে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করা।

٨٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ‏.‏

৮৮৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুত্‌বা দেওয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সালাত আদায় করেছ কি? সে বলল, না, তিনি বললেনঃ উঠ, দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে নাও।

৫৮৮. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

৫৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বায় দু' হাত উঠানো।

٨٨٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَهَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا ‏.‏

৮৮৫ মুসাদ্দাদ (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (পানির অভাবে) ঘোড়া মরে যাচ্ছে, ছাগল বকরীও মরে যাচ্ছে। কাজেই আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ্ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তখন তিনি দু' হাত প্রসারিত করলেন এবং দু'আ করলেন।

৫৮৯. بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন খুত্‌বায় বৃষ্টির জন্য দু'আ।

٨٨٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ

banglainternet.com

يَخْطُبُ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا وَضَعَهَا حَتّٰى ثَارَ السَّحَابُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهٖ حَتّٰى رَاَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلٰى لِحْيَتِهٖ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَقَامَ ذٰلِكَ الْاَعْرَابِىُّ اَوْ قَالَ غَيْرُهٗ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهٖ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ اِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِىْ قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ اَحَدٌ مِّنْ نَاحِيَةٍ اِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ ٠

৮৮৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুন্‌যির (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (বৃষ্টির অভাবে) সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজনও অনাহারে রয়েছে। তাই আপনি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি দু' হাত তুললেন। সে সময় আমরা আকাশে এক খন্ড মেঘও দেখিনি। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ (করে বলছি)! (দু'আ শেষে) তিনি দু' হাত (এখনও)নামান নি, এমন সময় পাহাড়ের ন্যায় মেঘের বিরাট বিরাট খন্ড উঠে আসল। তারপর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করেন নাই, এমন সময় দেখতে পেলাম তাঁর (পবিত্র) দাঁড়ির উপর ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। সে দিন আমাদের এখানে বৃষ্টি হল। এর পরে ক্রমাগত দু'দিন এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন। (পরবর্তী জুমু'আর দিন) সে বেদুইন অথবা অন্য কেউ উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (বৃষ্টির কারণে) এখন আমাদের বাড়ী ঘর ধ্বসে পড়ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি দু' হাত তুললেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্ আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বৃষ্টি দাও), আমাদের উপর নয়। (দু'আর সময়) তিনি মেঘের এক একটি খন্ডের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন, আর সেখান-কার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এর ফলে চতুর্দিকে মেঘ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঢালের ন্যায় মদীনার আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেলে এবং কানাত উপত্যকার পানি এক মাস ধরে প্রবাহিত হতে লাগল, তখন (মদীনার) চতুর্পাশের যে কোন অঞ্চল হতে যে কেউ এসেছে,সে এ মুষলধারে বৃষ্টির কথা আলোচনা করেছে।

٥٩٠. بَابُ الْاِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ وَاِذَا قَالَ لِصَاحِبِهٖ اَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ

৫৯০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন ইমাম খুত্‌বা দেওয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো। যদি কেউ তার সাথীকে (মুসল্লীকে বলে) চুপ থাক, তাহলে সে একটি অনর্থক কথা বললো। সালমান ফারেসী (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যখন ইমাম কথা বলবেন, তখন চুপ থাকবে।

banglainternet.com

৮৮৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ .

৮৮৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন যখন তোমার পাশের মুসল্লীকে বলবে চুপ থাক, অথচ ইমাম খুত্বা দিচ্ছেন, তা হলে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে।

৫৯১. بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৫৯১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের সে মুহূর্তটি।

৮৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا .

৮৮৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র নিকট কিছু চায়, তা হলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দান করে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

৫৯২. بَابُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

৫৯২. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর সালাতে কিছু মুসল্লী যদি ইমামের নিকট থেকে চলে যান তা হলে ইমাম ও অবশিষ্ট মুসল্লীগণের সালাত জায়িয হবে।

৮৮৯ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا .

banglainternet.com

৮৮৯ মু'আবিয়া ইব্‌ন আম্‌র (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সংগে (জুমু'আর) সালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় খাদ্য দ্রব্য বহণকারী একটি উটের কাফিলা হাযির হল এবং তারা (মুসল্লীগণ) সে দিকে এত বেশী মনোযোগী হলেন যে, নবী ﷺ-এর সংগে মাত্র বারোজন মুসল্লী অবশিষ্ট ছিলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا "এবং যখন তারা ব্যবসা বা খেল তামাশা দেখতে পেল। তখন সে দিকে দ্রুত চলে গেল এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল।" (সূরা জুমু'আ)

٥٩٣. بَابُ الصَّلاَةِ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

৫৯৩. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর (ফরয সালাতের) আগে ও পরে সালাত আদায় করা।

٨٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ . كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ .

৮৯০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের পূর্বে দু' রাকা'আত ও পরে দু' রাকা'আত, মাগরিবের পর নিজের ঘরে দু' রাকা'আত এবং ইশার পর দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর জুমু'আর দিন নিজের ঘরে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না। (ঘরে গিয়ে) দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

٥٩٤. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ

৫৯৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্‌র বাণী : "অতঃপর যখন সালাত শেষ হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে।"

٨٩١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَتْ فِيْنَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِيْ مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُوْلَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِيْ قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيْرٍ تَطْحَنُهَا فَيَكُوْنُ أُصُوْلُ السِّلْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذٰلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذٰلِكَ .

৮৯১ সায়ীদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র.)........সাহ্‌ল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বসবাসকারিণী জনৈকা মহিলা একটি ছোট নহরের পাশে ক্ষেতে বীটের চাষ করতেন। জুমু'আর দিনে সে বীটের মূল তুলে এনে রান্নার জন্য ডেগে চড়াতেন এবং এর উপর এক মুঠো যবের আটা দিয়ে রান্না

banglainternet.com

করতেন। তখন এ বীট মূলই এর গোশ্ত (গোশতের বিকল্প) হয়ে যেত। আমরা জুমু'আর সালাত থেকে ফিরে এসে তাঁকে সালাম দিতাম। তিনি তখন খাদ্য আমাদের সামনে পেশ করতেন এবং আমরা তা খেতাম। আমরা সে খাদ্যের আশায় জুমু'আ বারে উদগ্রীব থাকতাম।

٨٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ بِهٰذَا وَقَالَ مَاكُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدّٰى اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ـ

৮৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)........সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে এ হাদীস বর্ণিত, তিনি আরো বলেছেন, জুমু'আর (সালাতের) পরই আমরা কায়লূলা (দুপুরের শয়ন ও হাল্কা নিদ্রা) এবং দুপুরের আহার্য গ্রহণ করতাম।

٥٩٥. بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

৫৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর পরে কায়লূলা (দুপুরের শয়ন ও হাল্কা নিদ্রা)।

٨٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كُنَّا نُبَكِّرُ اِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيْلُ ـ

৮৯৩ মুহাম্মদ ইব্ন উকবা শায়বানী (র.)........হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.) বলেছেন ঃ আমরা জুমু'আর দিন সকালে যেতাম তারপর (সালাত শেষে) কায়লূলা করতাম।

٨٩٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُوْنُ الْقَائِلَةُ ـ

৮৯৪ সায়ীদ ইব্ন আবু মারইয়াম(র.)..সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সংগে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম। তারপর হতো কায়লূলা।

٥٩٦. اَبْوَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ وَقَالَ اللهِ تَعَالٰى : وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ ، اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيْنًا ، وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ، وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ، اِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيْنًا ـ

banglainternet.com

৫৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ খাওফের সালাত (শত্রুভীতি অবস্থায় সালাত)। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ আর যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর তখন সালাত 'কসর' করলে তোমাদের কোন গুনাহ্ হবে না, যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিত্না সৃষ্টি করবে। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সংগে সালাত কায়েম করবে তখন তাদের একদল তোমার সংগে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তারপর তারা সিজ্দা করলে তখন তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে। অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয় নাই, তারা তোমার সংগে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিররা কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর এক সংগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও বা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা নিসা ঃ ১০১–১০২)।

٨٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَعْنِي صَلاَةَ الْخَوْفِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاؤُا فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ٠

৮৯৫ আবূ ইয়ামান (র.)..........শু'আইব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি সালাত আদায় করতেন অর্থাৎ খাওফের সালাত? তিনি বললেন, আমাকে সালিম (র.) জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে নাজ্দ এলাকায় যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমরা শত্রুর মুখোমুখী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। একদল তাঁর সঙ্গে সালাতে দাঁড়ালেন এবং অন্য একটি দল শত্রুর প্রতি মুখোমুখী অবস্থান করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সংগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নিয়ে রুকূ' ও দু'টি সিজ্দা করলেন। এরপর এ দলটি যারা সালাত আদায় করেনি, তাঁদের স্থানে চলে গেলেন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে এগিয়ে এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের সংগে এক রুকূ' ও

banglainternet.com

দু' সিজ্‌দা করলেন এবং পরে সালাম ফিরালেন। এরপর তাদের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজে নিজে একটি রুকূ' ও দু'টি সিজ্‌দা (সহ সালাত) শেষ করলেন।

৫৯৭. بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالاً وَرُكْبَانًا رَاجِلٌ قَائِمٌ

৫৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ পদাতিক বা আরোহী অবস্থায় খাওফের সালাত।

৮৯৬ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا.

৮৯৬ সায়ীদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.).......নাফি' (র.) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনার মতো উল্লেখ করেছেন যে, সৈন্যরা যখন পরস্পর (শত্রুমিত্র) মিলিত হয়ে যায়, তখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। ইব্‌ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে আরো বলেছেন যে, যদি সৈন্যদের অবস্থা এর চেয়ে গুরুতর হয়ে যায়, তা হলে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে।

৫৯৮. بَابُ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

৫৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ খাওফের সালাতে মুসল্লিগণের একাংশ অন্য অংশকে পাহারা দিবে।

৮৯৭ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَ حَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

৮৯৭ হাইওয়া ইব্‌ন শুরাইহ্‌ (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে (ইক্তিদা করে) দাঁড়ালেন। তিনি তাক্‌বীর বললেন, তারাও তাক্‌বীর বললেন, তিনি রুকূ' করলেন, তারাও তাঁর সঙ্গে রুকূ' করলেন। এরপর তিনি সিজ্‌দা করলেন এবং তারাও তাঁর সঙ্গে সিজ্‌দা করলেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ালেন, তখন যারা তাঁর সংগে সিজ্‌দা করছিলেন তারা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের ভাইদের পাহারা দিতে লাগলেন। তখন অপর দলটি এসে তাঁর সঙ্গে রুকূ' করলেন। এভাবে সকলেই সালাতে অংশগ্রহণ করলেন। অথচ একদল অপর দলকে পাহারাও দিলেন।

banglainternet.com

৫৯৯. بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُوْنِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الصَّلَاةِ صَلُّوْا إِيْمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الْإِيْمَاءِ أَخَّرُوْا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوْا فَيُصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوْا صَلُّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ لَا يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيْرُ وَيُؤَخِّرُوْهَا حَتَّى يَأْمَنُوْا وَبِهِ قَالَ مَكْحُوْلٌ وَقَالَ أَنَسٌ حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوْسَى فَفُتِحَ لَنَا وَقَالَ أَنَسٌ وَمَا يَسُرُّنِيْ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

৬৯৯. অনুচ্ছেদ : দুর্গ অবরোধ ও শত্রুর মুখোমুখী অবস্থায় সালাত। ইমাম আওযায়ী (র.) বলেন, যদি অবস্থা এমন হয় যে, বিজয় আসন্ন কিন্তু শত্রুদের ভয়ে সৈন্যদের (জামা'আতে) সালাত আদায় করা সম্ভব নয়, তা হলে সবাই একাকী ইশারায় সালাত আদায় করবে। আর যদি ইশারায় আদায় করতে না পার তবে সালাত বিলম্বিত করবে।যে পর্যন্ত না যুদ্ধ শেষ হয় বা তারা নিরাপদ হয়।তারপর দু' রাকা'আত সালাত আদায় করবে। যদি (দু'রাকা'আত) আদায় করতে সক্ষম না হয় তা হলে একটি রুকু' ও দু'টি সিজ্‌দা (এক রাকা'আত) আদায় করবে। তাও সম্ভব না হলে শুধু তাক্‌বীর বলে সালাত শেষ করা জায়িয হবে না বরং নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করবে। মাকহুল ও (র.) এ মত পোষণ করতেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, (একটি যুদ্ধে) ভোরবেলা তুস্‌তার দুর্গের উপর আক্রমণ চলছিলো এবং যুদ্ধ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে, ফলে সৈন্যদের সালাত আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সূর্য উঠার বেশ পরে আমরা সালাত আদায় করেছিলাম। আর আমরা তখন আবূ মূসা (রা.)–এর সাথে ছিলাম, পরে সে দূর্গ আমরা জয় করে ছিলাম। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) বলেন সে সালাতের বিনিময়ে দুনিয়া ও তার সব কিছুতেও আমাকে খুশী করতে পারবে না।

৮৯৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيْبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا وَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ قَالَ فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا .

banglainternet.com

৮৯৮ ইয়াহ্ইয়া (ইব্‌ন জাফর) (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন উমর (রা.) কুরাইশ গোত্রের কাফিরদের মন্দ বলতে বলতে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছে, অথচ আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমিও তা এখনও আদায় করতে পারিনি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি মদীনার বুতহান উপত্যকায় নেমে উযূ করলেন এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করলেন, এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

٦٠٠. بَابُ صَلاَةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ صَلاَةَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

৬০০. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনকারী ও শত্রুতাড়িত ব্যক্তির আরোহী অবস্থায় ও ইশারায় সালাত আদায় করা। ওয়ালীদ (র.) বলেছেন, আমি ইমাম আওযায়ী (র.)-এর কাছে শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন সিমত (র.) ও তাঁর সংগীগণের সাওয়ার অবস্থায় তাঁদের সালাতের উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, সালাত ফাওত হওয়ার আশংকা থাকলে আমাদের কাছে এটাই প্রচলিত নিয়ম। এর দলিল হিসেবে ওয়ালীদ (র.) নবী ﷺ-এর নির্দেশ পেশ করেন ঃ "তোমাদের কেউ যেন বণী কুরায়যায় (এলাকায়) পৌঁছার আগে আসরের সালাত আদায় না করে"।

৮৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .

৮৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আহ্‌যাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে আমাদেরকে বললেন, বনূ কুরাইযা এলাকায় পৌঁছার আগে কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। কিন্তু অনেকের পথিমধ্যেই আসরের সময় হয়ে গেল, তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে না পৌঁছে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা সালাত আদায় করে নেব, আমাদের নিষেধ করার এ উদ্দেশ্য ছিল না (বরং উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি যাওয়া) নবী ﷺ-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করা হলে, তিনি তাঁদের কারোর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি।

banglainternet.com

٦٠١. بَابُ التَّكْبِيْرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

৬০১. অনুচ্ছেদ ঃ তাক্‌বীর বলা, ফজরের সালাত সময় হওয়া মাত্র আদায় করা এবং শত্রুর উপর অতর্কিত আক্রমণ ও যুদ্ধাবস্থায় সালাত।

٩٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَخَرَجُوْا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَيَقُوْلُوْنَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ قَالَ وَالْخَمِيْسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِيَّ فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَصَارَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمْهَرَهَا قَالَ أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبَسَّمَ .

৯০০ মুসাদ্দাদ (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদিন) ফজরের সালাত অন্ধকার থাকতে আদায় করলেন। এরপর সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহু আক্‌বার, খায়বার ধ্বংস হোক! যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের এলাকায় অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হয় কতই না মন্দ! তখন তারা (ইয়াহূদীরা) বের হয়ে গলির মধ্যে দৌড়াতে লাগল এবং বলতে লাগল, মুহাম্মাদ ও তাঁর খামীস এসে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, খামীস হচ্ছে, সৈন্য-সামন্ত। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উপর জয়লাভ করেন। তিনি যোদ্ধাদের হত্যা করলেন এবং নারী-শিশুদের বন্দী করলেন। তখন সাফিয়্যা প্রথমত দিহ্‌ইয়া কালবীর এবং পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অংশে পড়ল। তারপর তিনি তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁর মুক্তিদানকে মাহররূপে গণ্য করেন। আবদুল আযীয (র.) সাবিত (রা.)-এর কাছে জানতে চাইলেন, তাকে কি মাহর দেওয়া হয়েছিল ? তা কি আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ? তিনি বললেন, তাঁর মুক্তিই তাঁর মাহর, আর মুচকি হাসলেন।

banglainternet.com